দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 DEC 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম 3

স্কুল কলেজে খেলাধুলা হারিয়ে যাচ্ছে

062

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে কিছুদিন আগেও যে হারে, যেভাবে খেলাধুলার আয়োজন করা হতো, প্রতিযোগিতা চলতো, প্রতিযোগিতাকে এবং ফলাফলকে কেন্দ্র করে যতোটুকু উত্তেজনা ছাত্রদের মধ্যে বিরাজ করতো, আনন্দ-উল্লাস হতো এখন তা যেন হারিয়ে গেছে। স্কুল-কলেজগুলোতে এখন যেন আর খেলাধুলার তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই।

খেলাধুলার ব্যবস্থা শুধু মাত্র বিনোদন বা শারীরটাকে ঠিক রাখার জন্যই করা হয় এমন নয়, পড়ুয়া পরিবেশকে আরও সুস্থ, আরও সজীব রাখার জন্যই খেলাধুলা অপরিহার্য।

বৃটিশ আমল থেকেই প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজে খেলাধুলার দিকে সব সময় বিশেষ নজর দেয়া হতো এবং স্কুল-কলেজের খেলাধুলার ব্যবস্থার জন্য স্কুলের বা কলেজের নির্দিষ্ট মাঠ, গেম্ টিচার এবং ক্রীড়া সরঞ্জামের জন্য সব সময় একটি পৃথক বাজেট বরাদ্দ করা হতো। পাকিস্তান আমলেও সে ধারা অব্যাহত ছিল।

আন্তঃ স্কুল ও আন্তঃ কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতো এবং জাতীয় ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ খেলাগুলোর প্রতিযোগিতার উত্তেজনা ও আকর্ষণে যেমন সবাই উজ্জীবিত হতেন তেমনি ঐ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে খেলোয়াড় সৃষ্টির একটি নেপথ্য প্রয়াস। সামগ্রিকভাবে জাতীয় ক্রীড়া স্বার্থে বিশেষ ভূমিকা পালন করতো।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে স্কুল-কলেজসমূহের খেলাধুলা দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। আগেকার মতো সেসব প্রতিযোগিতা এখন আর হয় না। স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার মাধ্যমে যে প্রতিযোগিতা হতো এখন তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়ার পথে। স্কুল-কলেজগুলোতে ক্রীড়া শিক্ষক অবশ্যই থাকতে হবে বলে কাগজে-কলমে আইন থাকলেও এবং শিক্ষা দফতরের আওতায় ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে খেলাধুলা পরিচালনার নির্দেশ থাকলেও বর্তমানে আগেকার মতো সেই উদ্দীপনা, সেই উৎসাহ স্কুল-কলেজের খেলাধুলায় পাওয়া যায় না।

এর অনুপস্থিতি স্কুল-কলেজের সুস্থ পরিবেশকে বিঘ্নিত করে চলেছে। খেলাধুলা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে পরিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা নির্বাহে সবসময় একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। খেলাধুলার মাঠ থেকে সত্যিকার অর্থে যে শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা পাওয়া যায় তা জীবনযাত্রা নির্বাহে সুন্দর পথ নির্দেশ করতে পারে। জাতীয় স্বাস্থ্যকে সজীব রাখার ক্ষেত্রে ক্ষুদে বয়েস থেকে খেলাধুলা এক সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে সন্দেহাতীতভাবে।।

কিছুদিন আগেও দেখা গেছে স্কুলগুলোতে বিভিন্ন বিভাগে (জুনিয়র, ইন্টারমিডিয়েট, সিনিয়র) বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমনকি আন্তঃ ক্লাস প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে খেলার একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে যা বর্তমানে নেই বললেই চলে।

খেলাধুলার মাধ্যমে আজকের দিনের স্বাধীন বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক তৈরীর দৃঢ় শপথ নেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

দেশের সবজায়গায় ছোট বড় সব স্কুল-কলেজগুলোতে সুন্দর ক্রীড়া পরিবেশ গড়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক খেলার আয়োজন করতে হবে। স্কুল-কলেজের ক্রীড়া পরিবেশকে উজ্জীবিত করার ব্যাপারে ক্রীড়া শিক্ষকসহ শিক্ষায়তনের পরিচালনা মণ্ডীর সদস্যবৃন্দকে ক্রীড়ামনা হতে হবে। স্কুল-কলেজগুলো ক্রীড়াবিদ তৈরীর সুতিকাগার বলে মনে করতে পারলেই সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড় সৃষ্টি সহজতর হতে পারে। আমাদের দেশের প্রাইমারী স্কুল, নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, হাই স্কুলসহ কলেজগুলোতে যদি খেলার পরিবেশকে ঠিকমতো শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যায় তাহলে দেশের জন্য খেলোয়াড় সৃষ্টিসহ খেলার মান উন্নয়নের ভাবনা অনেকাংশে লাঘব হবে।

স্কুল পর্যায় থেকে সুষ্ঠু ও পরিকল্পনার মাধ্যমে খেলাধুলার আয়োজন সম্ভবপর হলে ভাল খেলোয়াড় সৃষ্টির যে প্রতিকূলতা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা যেমন প্রতিহত হবে, তেমনি নানাবিধ সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকেও সমাজ তথা দেশ মুক্ত হতে পারবে।